দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ভেতরে পরীক্ষা ❑ বাইরে ব্লেড কাঁচি আর বইপত্র নিয়ে নকল সরবরাহকারীরা

চলচ্চিত্র

ফুলবাড়ী কলেজ কেন্দ্র

॥ গোকুল রায় ॥

লালমনিরহাট, ১৬ই মে।– একদিকে নকলের ছড়াছড়ি অন্যদিকে বেশুমার বহিষ্কার উভয়ের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা চলেছে এইচএসসি পরীক্ষার ফুলবাড়ি কলেজ কেন্দ্রে। চলতি এইচএসসি পরীক্ষার চতুর্থদিন পর্যন্ত এ কেন্দ্র থেকে মোট ৩শ' ২৯ জন পরীক্ষার্থীকে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দু'দিনে ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছে ২শ' ৫৪ জন।

জেলা শহর থেকে আসা দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট আকস্মিকভাবে কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে অবাধ নকলের কারবার দেখতে পান এবং কেন্দ্রে বিরাজমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ঝুঁকি নিয়ে এসব পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন। পরীক্ষার তৃতীয় এবং চতুর্থদিনে বহিষ্কার করা হয় যথাক্রমে ৫৭ ও ১৮ জনকে। এ কেন্দ্রের কোন কোন শিক্ষক পরিদর্শকের বিরুদ্ধে নকল সরবরাহে সরাসরি জড়িত থাকাসহ কেন্দ্র থেকে প্রশ্নপত্র রহস্যজনকভাবে এবং নিয়মিত বাইরে পাচার হওয়ার মত গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে কোন শিক্ষক বা পরিদর্শককে বহিষ্কার করা হয়নি।

ফুলবাড়ি কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণকালে কেন্দ্রের চারদিকে শত শত লোককে বই–খাতা–পত্র, ব্লেড, কাচি, কার্বন পেপার ইত্যাদি (নকল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ)সহ প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্নপত্র হাতে পাবার জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায়। পরীক্ষা শুরুর পর পরই শুরু হয় উত্তর তৈরির কাজ। এরপর যত দ্রুত সম্ভব তা পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার তৎপরতায় সরবরাহকারীদের ছুটোছুটি শুরু হয় এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে, এ হল থেকে সে হলে। সে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। এ পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কার্যত অচল। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সশস্ত্র পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন নির্বিকার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এ কলেজেরই একজন শিক্ষক এবং অপর একজন সমাজসেবী ও জনপ্রতিনিধি কেন্দ্রের নানা ধরনের দুর্নীতি, অবাধ নকলসহ পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে নিয়মিত প্রশ্নপত্র পাচারের ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন।

ফুলবাড়ি থানার কবির মাসুদ গ্রামের দু'জন শিক্ষিত যুবক সোহেল রানা ও হাফিজুর রহমান এ প্রতিনিধির কাছে খোলামেলাভাবেই স্বীকার করলেন ইংরেজি পরীক্ষার দিনে পরীক্ষা শুরুর পর পর প্রশ্নপত্র কেন্দ্রের বাইরে হাতে পেয়ে সে অনুযায়ী উত্তর তৈরি করে অন্যদের মতো নিজেরাও পরীক্ষার হলে তাদের আত্মীয় পরীক্ষার্থীদের কাছে সরবরাহ করেন। তারা দু'জনই ঢাকায় চাকরি করেন এবং পরীক্ষায় তাদের আত্মীয় পরীক্ষার্থীকে সহযোগিতা করার জন্যই ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছেন।

এ কেন্দ্রের দু'জন পরীক্ষার্থী (অন্য জেলা থেকে আসা) বাইরে থেকে সরবরাহ করা নকল দেখে পরীক্ষা দেয়ার কথা স্বীকার করেছে (সঙ্গত কারণেই এদের নাম প্রকাশ করা হলো না)। তারা আরো জানায়, ''স্যারদের কাছ থেকে বেশ সহযোগিতা পাওয়া যায়। তবে ম্যাজিস্ট্রেট এলে একটু সমস্যা– সাবধান না হলে নির্ঘাৎ বহিষ্কার। তবে তারা তো কোন কক্ষে বেশি সময় থাকেন না।''

ফুলবাড়ি কলেজ কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী ১ হাজার ৩শ' ৭৮ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে পৃথক ৩টি স্থানে। কলেজ ছাড়া অন্য দু'টি স্থানের মধ্যে একটি হলো প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফুলবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং অপরটি হলো প্রায় ২শ' গজ দূরে 'কাশিয়াবাড়ি ঘর' নামে পরিচিত একটি বড় আকারের কক্ষ। কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী উল্লিখিত সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ফুলবাড়ি বালিকা বিদ্যালয়ে ৩ শতাধিক এবং কাশিয়াবাড়ি ঘরে শতাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে বলে জানা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া অভিযোগে জানা গেছে, এ কেন্দ্রে পৃথক পৃথক তিন স্থানে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থাটিও বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অনুসন্ধান নিয়ে এবং বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভিযোগে জানা যায়, এ কেন্দ্রে অংশ নেয়া বিশেষ পরীক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ রয়েছে বিশেষভাবে চিহ্নিত বেশ কয়েকটি কক্ষ এবং সেগুলোতে রয়েছে বিশেষ সুবিধে দেয়ার ব্যবস্থা। এগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কক্ষটি হচ্ছে ''কাশিয়াবাড়ি ঘর।'' এখানে শুধু নকল সরবরাহই নয় পরীক্ষার্থী প্রতি মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে নকলের যাবতীয় সুবিধে দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

দেশের সর্ব উত্তরে ভারতের কুচবিহার জেলা সংলগ্ন ফুলবাড়ি থানা ধরলা নদী বেষ্টিত হওয়ায় এ থানাটি লালমনিরহাট এবং কুড়িগ্রাম দু'দিক থেকেই একেবারে বিচ্ছিন্ন। লালমনিরহাট থেকে ১২ কিলোমিটার ও ফুলবাড়ি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরেই নয়, নৌকায় পারাপার হওয়া ছাড়াও এখানে যেতে ভাঙতে হয় অনেক বালুচর। কিন্তু, পরীক্ষা শুরুর ৫/৭ দিন আগ থেকেই শত শত পরীক্ষার্থী, পরীক্ষার্থিনী তাদের সহযোগী, স্বজনেরা কাঁধে, মাথায়, রিকশা–ভ্যানে, সাইকেলে বাক্স– পেটরা বয়ে নিয়ে অক্লেশে ছুটে এসেছে এই ফুলবাড়িতে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত ফুলবাড়ি থানার ছোট শহরটি তাই লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে এ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। থানা শহরের প্রায় সবগুলো বাসাবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে তারা। থানা হাসপাতাল ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বাসায় বাসায় স্থাপিত হয়েছে পরীক্ষার্থীদের মেস। পরীক্ষাকে ঘিরে এ শহরে বর্তমানে দেড় থেকে দু'শ' মেস রয়েছে বলে জানালেন ফুলবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী।

অনুসন্ধান নিয়ে জানা যায়, এবারে এইচএসসি পরীক্ষায় ফুলবাড়ি কলেজ কেন্দ্রে অংশ নেয়া পরীক্ষার্থীদের শতকরা ৭০ জনেরও বেশি রয়েছে বহিরাগত— যারা এসেছে লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জেলা ও থানা থেকে।

ফুলবাড়ি থানার বিভিন্ন স্তরের লোকজন ও জনপ্রতিনিধির সাথে কথা বলে জানা যায়, শুধু এবারের এইচএসসি পরীক্ষায়ই নয়, ডিগ্রি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে গত কয়েক বছর যাবৎ ফুলবাড়ি কলেজ কেন্দ্রটি চরম দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। তাদের অভিযোগে জানা গেছে, অবাধ নকল করে পাস করে যাবার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এ কেন্দ্র থেকে অযোগ্য পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আর এ সুযোগে শিক্ষক নামধারী কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে নিরীহ পরীক্ষার্থী–অভিভাবকদের কাছ থেকে।

গতবছর এইচএসসি পরীক্ষায় এ কেন্দ্রে নকল সরবরাহের অভিযোগে ফুলবাড়ি কলেজের জনৈক শিক্ষক ও পরিদর্শককে ফটোস্ট্যাট মেশিনসহ আটক করা হয়। কিন্তু ফটোস্ট্যাট মেশিনটি বাজেয়াপ্ত করা হলেও আটককৃত শিক্ষককে কয়েকঘন্টা পর ছেড়ে দেয়া হয়। এছাড়াও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে গত বছর কলেজের ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্রটি বাতিল করা হলেও শেষ মুহূর্তে সেটিকে পুনঃস্থাপিত করা হয় বলে জানা গেছে।